তাবীয-কবচে শির্ক

আব্দুল হামীদ মাদানী
(তওহীদ-কৌমুদী)

কোন মসীবত বা বিঘ্ন নিবারণ করার জন্য, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, জ্বিন বিতাড়ন বা ঘর বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাবীয (কবচ বা মাদুলি, কোন ধাতু নির্মিত) বালা, নোয়া বা সুতো ইত্যাদি ব্যবহার করা মুমিনের ঈমান অসম্পূর্ণতার সাক্ষ্য। এ সব ব্যবহার করা ব্যবহাকারীর বিশ্বাসানুযায়ী শির্কে আকবরও হতে পারে; শির্কে আসগরও।

তাবীয, নোয়া ইত্যাদিকে ঔষধের সাথে তুলনা করা মহা ভুল। কারণ, আল্লাহ-পাক প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ দিয়েছেন এবং তা ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়েছেন। ঔষধের প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাবীয বা বালার মসীবত দূর করার সাথে কোন সম্পর্কই নেই, তার মধ্যে সে শক্তিও নেই। বিপদ-বালাই দূর করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (١٠٧) سورة يونس

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান ক'রে থাকেন। আর তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(ইউনুসঃ ১০৭)*

শরীয়তের ব্যবস্থা-পত্রানুসারে পথ্য ও ঔষধ ব্যবহার করলে দৈহিক আপদ-বালাই দূর হয় এবং আত্মিকও।

তিনি প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে কোন না কোন কারণ বা হেতু সৃষ্টি করেছেন, যার সম্মিলনে কোন কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে। কিছু তো শরয়ী (বিধিগত) এবং কিছু সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক (বৈজ্ঞানিক) হেতু। এই দুটি হেতু ছাড়া কোন জিনিসের প্রতিক্রিয়াতে মু'মিনের প্রত্যয় জন্মাতে পারে না।[১]

তাই কোন আরোগ্য-আশায় ব্যবহার্য বস্তুর মাঝে যদি ঐ দুটি হেতুর কোনটি না থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করা বা তাতে আরোগ্য লাভের আশা রাখা অথবা ভরসা করা শির্ক হবে। অতএব যে বস্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বা অভিজ্ঞতায় অথবা শরীয়তী ফায়সালায় রোগের প্রতিকারক, প্রতিষেধক ও বিঘ্ননিবারক বলে চিহ্নিত হয়েছে, সে বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে কেবলমাত্র ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসে অব্যর্থ ঔষধ মনে করা ও তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

যে সমস্ত তাবীয নক্সা বানিয়ে সংখ্যা দ্বারা লিখা হয়, কোন ফিরিশ্তা, জ্বিন কিংবা শয়তানের নাম দ্বারা তৈরী করা হয় অথবা কোন তেলেস্মাতি জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে অথবা কোন ধাতু, পশু-পাখীর হাড়, লোম বা পালক কিংবা গাছের শিকড় দিয়ে বানানো হয়, তা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শির্ক।

অবশ্য কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয প্রসঙ্গে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তাও ব্যবহার না করাটাই সঠিক। কারণ, প্রথমতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ তাবীয ব্যবহারকে শির্ক বলেছেন। তাতে সমস্ত রকমেরই তাবীয উদ্দিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয ব্যবহারকারী গলায়, হাতে কিংবা কোমরে বেঁধেই প্রস্রাব-পায়খানা করবে, স্ত্রী-মিলন করবে, মহিলারা মাসিক অবস্থায় ও অন্যান্য অপবিত্রতায় ব্যবহার করবে। যাতে কুরআন মাজীদের অসম্মান ও অমর্যাদা হবে।

তৃতীয়তঃ, যদি এরূপ তাবীয ব্যবহার বৈধ করা যায়, তাহলে অ-কুরআনী তাবীযও ব্যবহার করতে দেখা যাবে। তাই এই শির্কের মূলোৎপাটন করার মানসে তার ছিদ্রপথ বন্ধ করতে কুরআনী তাবীয ব্যবহারও অবৈধ হবে।

চতুর্থতঃ, নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁক করেছেন, করতে আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের উপরেও ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে। অতএব যদি কুরআনী তাবীয ব্যবহার জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয় তিনি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতেন। অথচ কুরআন ও সুন্নায় এমন কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। *(ফাতাওয়া ইবনে বায ২/৩৮-৪)*

অনুরূপভাবে কোন লকেটের উপর 'আল্লাহ' বা 'মুহাম্মাদ' বা কোন কুরআনী আয়াত বা দুআ লিখে ব্যবহার করাও এই পর্যায়ে পড়ে।

মুসলিম যেমন নিজেকে কিংবা তার শিশুকে বদনজর, জ্বিন-ভূত বা রোগ-বালাই হতে বাঁচাবার জন্য তাবীয ব্যবহার করে না, (বরং তার জন্য যথাযথ নববী দুআ ব্যবহার করে,) তেমনি তার বাড়ি, গাড়ি, পশু, ক্ষেতের ফসল বা গাছের ফলাদিকে বদনজর বা অন্যান্য আপদ হতে বাঁচাবার জন্য মুড়ো ঝাঁটা, তার, ছেঁড়া নেকড়া, জাল বা জুতো, লোহা, তামা, কোন পশুর মুন্ড বা হাড়, মাটির ভাঙ্গা হাঁড়ি, ভাঙ্গা ঝুড়ি, আমড়ার আঁঠি, ইত্যাদি ব্যবহার করে না। তদ্রূপ লগনধরা বর-কনের হাতে বা কপালে সুতো বাঁধা, (সাধারণতঃ বদনজর বা জ্বিন ইত্যাদি থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে) সঙ্গে সর্বদা লোহা (যাঁতি বা কাজল লতা) রাখা, বিবাহের পর দাম্পত্যের মঙ্গল বা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনী ভেবে স্ত্রীর (এয়তীর প্রতীকরূপে) হাতে চুড়ি, শাঁখা বা কোন অলঙ্কার (অনুরূপভাবে স্বামীর সাথেও আংটি) রাখা জরুরী ভাবা, ছেলেদের খতনা করার পর তাদের পায়ে বা হাতে লোহা বাঁধা, মৃতের গোসল দেওয়ার পর তার ময়লাদি ফেলতে যাওয়ার সময় সঙ্গে লোহা রাখা, আঁতুড় ঘরে লোহা, মুড়ো ঝাঁটা বা ছেঁড়া জাল ইত্যাদি রাখা, কোন খাবার জিনিস বাড়ির বাইরে গেলে তাতে লোহা বা লঙ্কা প্রভৃতি রাখা, গাড়িতে ছেঁড়া জুতা বাঁধা ইত্যাদি---যাতে শরয়ী বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন যুক্তি বা হেতু থাকে না তা---ব্যবহার করা শির্কের শ্রেণীভুক্ত।

---

(১) *জ্ঞাতব্য যে, যাদু, ঐন্দ্রজালিক ও শয়তানী প্রতিক্রিয়াও ইসলামে স্বীকৃত।*

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, নিশ্চয় (মন্ত্র দ্বারা) ঝাড়ফুঁক, তাবীয-কবচ ও যোগ-যাদু ব্যবহার শির্ক। *(আবূ দাউদ ৩৩৮৫নং)*

উক্ববাহ বিন আমের ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বাইআত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক উপস্থিত হল। তিনি ন'জনের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন। আর মাত্র একজন লোকের নিকট হতে বাইআত নিলেন না। সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ন'জনের বাইআত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এর করলেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "ওর দেহে কবচ রয়েছে তাই।" অতঃপর সে নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেলল। সুতরাং তার নিকট থেকেও বাইআত নিলেন এবং বললেন, "যে ব্যক্তি কবচ লটকায়, সে ব্যক্তি শির্ক করে।" *(আহমাদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৯২নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ-এর পত্নী যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক বুড়ি আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করত এবং সে বাতবিসর্প-রোগে ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের ছিল লম্বা খুরো-বিশিষ্ট খাট। (স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন গলা-সাড়া বা কোন আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি বাড়িতে এলেন। (এবং অভ্যাসমত বাড়ি প্রবেশের সময় গলা-সাড়া দিলেন।) বুড়ি তাঁর আওয়াজ শোনামাত্র লুকিয়ে গেল। এরপর তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি আমার দেহ স্পর্শ করলে (গলায় ঝুলানো মন্ত্র-পড়া) সুতো তাঁর হাতে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, 'এটা কী?' আমি বললাম, 'সুতো-পড়া; বাতবিসর্পরোগের জন্য ওতে মন্ত্র পড়া হয়েছে।' এ কথা শুনে তিনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'ইবনে মাসউদের বংশধর তো শির্ক থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।"

যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'কিন্তু একদা আমি বাইরে বের হলাম। অকস্মাৎ আমাকে অমুক লোক দেখে নিল। অতঃপর আমার যে চোখটা ঐ লোকটির দিকে ছিল সেই চোখটায় পানি ঝরতে লাগল। এরপর যখনই আমি ঐ চোখে মন্ত্র পড়াই, তখনই পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। আর যখনই পড়াই না, তখনই পানি ঝরতে শুরু করে। (অতএব বুঝা গেল যে, মন্ত্রের প্রভাব আছে।)'

ইবনে মসউদ ﷺ বললেন, 'ওটা তো শয়তানের কারসাজি। যখন তুমি (মন্ত্র পড়িয়ে) ওর আনুগত্য কর, তখন সে ছেড়ে দেয় (এবং তোমার চোখে পানি আসে না)। আর যখনই তুমি তার আনুগত্য কর না, তখনই সে নিজ আঙ্গুল দ্বারা তোমার চোখে খোঁচা মারে (এবং তার ফলে তাতে পানি আসে; যাতে তুমি মন্ত্রকে বিশ্বাস কর এবং শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়)। তবে যদি তুমি সেই কাজ করতে, যা আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন, তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম ও মঙ্গল হত এবং অধিকরূপে আরোগ্য লাভ করতে। আর তা এই যে, চোখে পানি ছিটাতে এবং বলতে,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا.

(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)

ঈসা বিন হামযা তাবেঈ বলেন আমি সাহাবী আবূ মা'বাদ জুহানীর নিকট গেলাম। তখন তাঁর মুখমন্ডল ও দেহে ফুলে ওঠা লাল লাল (একটা রোগ) হয়েছিল। আমি বললাম, 'আপনি কোন তাবীয বাঁধেন না কেন?' তিনি বললেন, 'নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক (তার থেকে আল্লাহর পানাহ)! মৃত্যু তার চেয়ে বেশি নিকটবর্তী। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি যা লটকাবে (বা দেহে ধারণ করবে), তাকে তার দিকেই সঁপে দেওয়া হবে।" *(তিরমিযী, হাকেম, আহমাদ, সহীহ তারগীব ৩৪৫৬নং)*

কিন্তু সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে যে, মুসলিমদের অনেক শিশুদের গলায় তাবীয ঝুলছে, বরং এক সাথে একাধিক তাবীয ঝুলতে নজরে আসছে। আর বড়দের হাতে-কোমরে তো আছেই।

শিশুদের দুধ-তোলা রোগ, বদ-নজর লাগার রোগ, উড়ো-জ্বর প্রভৃতি দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের তাবীয ব্যবহার করা হয়।

নব-যুবকদের স্বপ্নদোষ বন্ধ করার জন্য মাদুলী, বড়দের বাত-ব্যথা বা অন্য কোন রোগ দূর করার জন্য তাবীয, মামলায় জেতার জন্য, প্রেমে সফলতা লাভের জন্য, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম সৃষ্টির জন্য, জ্বিন-ভূতের ভয় দূর করার জন্য, বিপদ ও শনির (?) হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, আরো কত কীসের কবচ-মাদুলী ব্যবহার করা হয়।

আর যে তাবীয ব্যবহার করে, তা খুলে ফেলতে বললে তারা বিপদ ও অসফলতার আশঙ্কা করে। যার অর্থ হল, তারা তার উপর ভরসা করে এবং তাকে রোগমুক্তিদাতা অথবা বিপদমুক্তির কারণ মনে করে। আর সেটাই হল শির্ক।

মহান আল্লাহ ঠিকই বলেছেন,

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} (١٠٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু (মুশরিক হয়ে) তাঁর অংশী স্থাপন করে। *(ইউসুফ ঃ ১০৬)*